দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

135

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা বৈষম্যঃ কিণ্ডার গার্টেন বনাম প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাংলাদেশের মত এমন একটি দেশে— যেখানে সর্বসাধারণের গড়পরতা দৈনিক আয় দিয়ে বড় জোর দেড় কিলোগ্রাম জীবন রক্ষাকারী খাদ্যশস্য মেলাই ভার, সেখানে শিক্ষা এবং শিক্ষাখাতে সাধারণ মানুষের অর্থব্যয়ের ক্ষমতা কদ্দূর হিসেব করতে কষ্ট হয় না। অথচ এ এমন একটি দেশ যেখানে সামাজিক ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বৈষম্যের কারণে সুবিধাভোগী বিত্তবান জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে গড়পরতা আর্থিক সঙ্গতির অনুপাত ১ঃ১৬ থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ১ঃ২০ পর্যন্ত। কাজেই জীবনযাত্রা অন্যবিধ উপকরণ বা সুযোগ-সুবিধার ন্যায় শিক্ষাখাতেও ব্যয় সামর্থের অনুপাত আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। এরই প্রতিফলন ঘটেছে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম এবং এমনকি শিক্ষাক্রম বা ক্যারিকুলামের ক্ষেত্রেও সৃষ্ট ব্যবধানের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পর এ ব্যবধান যেখানে কম বা একেবারে মিলিয়ে যাবার কথা ছিল, প্রকৃত পক্ষে ঘটনা ঘটলো এর বিপরীত। আগে যেখানে হলিক্রস্সহ বিদেশী-দাতব্য পরিচালনাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীনে সামান্য কয়েকটি মাত্র কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এদেশের অভিজাত ঘরের সন্তানদের জন্য চালু ছিল, যেখানে স্বাধীনতার পর দেখা গেল অলিতে-গলিতে কিণ্ডার গার্টেন। প্রি-ক্যাডেট ও বিদেশে গমনেচ্ছুদের কোচিং-এর নামে শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়েই এখন বৈষম্যবোধের যে বীজ রুপিত হচ্ছে, জানি না এ বীজ বৃক্ষ হলে পর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? কতটা হবে? বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে গেলেও দেখা যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে সূচনা থেকে এহেন বৈষম্য একটি সুস্থ, সুষম এবং আদর্শবান নাগরিক গঠনের পথে প্রথম থেকেই অন্তরায় সৃষিটখকরে। এবং এ অন্তরায় যতটা না কারিগরী বা শিক্ষাক্রমগত, ততোধিক মনস্তাত্ত্বিক। এ সব কিণ্ডার গার্টেন যে উন্নত পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা দেয়া হচ্ছে না তা' বলি না। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারটি সাধারণতঃ আর্থিক আনুকূল্যের শর্তসাপেক্ষ করে তোলার প্রবণতা চোখে পড়ে। কিন্তু কতজন এমন ভাগ্যবান-বিত্তবান অভিভাবক আছেন যারা প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে বৈষয়িক সুবিধা প্রদানে সক্ষম?

দ্বিতীয়তঃ অপর যে সামাজিক সমস্যা এর থেকে জন্ম নিচ্ছে তা হলো কিণ্ডার গার্টেনগামী এবং পৌর বা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশু বিদ্যার্থীদের মধ্যে সৃষ্ট মস্তবড় মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান—যার প্রতিক্রিয়া অব্যর্থভাবে শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবন-সোপানে মারাত্মক হীনমন্যতা বোধের জন্ম দিতে পারে।

কিণ্ডার গার্টেন সিস্টেমের মধ্যে বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযুক্তিক বা পদ্ধতিগত উৎকর্ষের ইঙ্গিত যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর অন্তর্নিহিত গলদ এবং আত্মদ্বন্দ্ব। যেমন শিক্ষাকে সহজ এবং সহজাত করে তোলার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রকারান্তরে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর জন্য বোঝা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইলে তাতে হীতে বিপরীত হবারই সমূহ সম্ভাবনা। এটি হলো কতকটা সেই যেন অধিক পুষ্টি জনিত অপুষ্টি রোগের মত।

অপর সিকে রয়েছে শিক্ষার সুযোগ এবং উপকরণের 'অপুষ্টি' রোগে আক্রান্ত দেশের শতকরা ৯০-৯২ ভাগ শিশু বিদ্যার্থীর দৈন্য দশা।

এ দৈন্য যেমন তাদের পিতা-পিতামহ আমল থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া আর্থিক দৈন্য—তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থা তথা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বদৌলতে পাওয়া অবহেলা, বঞ্চনা, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষা অনুক্রম এবং শিক্ষা উপকরণের দৈন্য। আমরা কি জানি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে এসব বৈষয়িক সংস্থান যাও বা আছে, বেসরকারীগুলোর ললাটে তাও নেই। আছে শুধু রোদে-বর্ষায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে কাদামাটির উপর বসে পাঠ নেয়া, মাটির শ্লেটের অস্পষ্ট অক্ষরে জীবনের সবক নেয়া এবং অচিরেই শিক্ষা জীবনে ইতি টেনে পিতার হালের বলদের সাথী হওয়া বা মেহনতের সবক নেয়া। এই তো আমাদের বিশাল গ্রাম বাংলার শিশু বিদ্যার্থীদের জীবন পরিক্রমা। এ থেকে আমরা আমাদের বৃহত্তর-সমাজ-জীবনেরও একটি স্বচ্ছ ছবি পাই।

কাজেই আমার মনে যদিও এ বিশ্বাস দৃঢ় মূল হয়ে আছে যে, গোটা সমাজ ব্যবস্তায় পরিবর্তন আসা ভিন্ন বর্তমান বৈষম্য এবং অসমতা বিদূরণের আর কোনো পথ নেই, তবু মনে হয় আমরা নিজেরাই যদি এখন থেকে একদিকে প্রাচুর্যের প্রতীক হিসেবে কিণ্ডার গার্টেনের জয়গান গেয়ে অপর দিকে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত গ্রামীণ জীবনের শিক্ষা ব্যবস্থা (যেমন গ্রাম্য পাঠশালা ও মাদ্রাসা মক্তবের শিক্ষা) বর্তমান পর্যায়ে রেখে দিতে চাই, তাহলে আমরাই হবো এর পরিণতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আমরা অর্থে কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি যদি অভিভাবক ও সমাজ কর্মীদেরকেও বুঝান হয়, তাহলে বলতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থায় সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্য দূর করতে হলে সবাইকেই তাদের নিজ নিজ সামাজিক ভূমিকা এবং অঙ্গিকারের কথা পূনমূল্যায়ন করতে হবে।

—আবু বকর সিদ্দিকী
৯২০ পিয়ারী মোহন সড়ক
নাজির শংকরপুর
জেলা যশোর